সমাজ ভিত্তিক
জলাভূমি সম্পদ
ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

জলজ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

দারাবাশিয়া আরএমও সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও ম্যাপিং কাজে নিয়োজিত

তাদেরকে বলতে হয় অভয়াশ্রমের যোদ্ধা, নেতা, পরিকল্পনাকারী এবং অভিভাবক। ১২২ জন সদস্য মিলে দারাবাশিয়া সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংগঠন বা আরএমও গঠন করা হয় যাদের গুরুত্বপূর্ন দায়িত্বে অভয়াশ্রমগুলির মাছ সংরক্ষিত থাকে এবং এলাকায় মাছের উৎপাদন উলে খযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। আরএমও এর প্রেসিডেন্ট মমতাজ উদ্দিন বলেন, "আমাদের প্রচেষ্টার কারণে সমগ্র সমাজ সচেতন হয়েছে।"

সংগঠনের সদস্যরা সাইনবোর্ড এবং লাল পতাকা দিয়ে সংরক্ষীত স্থানগুলিকে চিহ্নিত করে। তারা নিয়মিতভাবে অভয়াশ্রমের চারিদিকে পাহারা দিয়ে থাকে যেন মাছ ধরা বন্ধ করা যায় এবং মাছ ধরার ক্ষতিকর ফাঁদ অপসারণ করা যায়।

সদস্যরা সক্রিয়ভাবে, উন্নত ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য গ্রামে সভার আয়োজন করে। তারা সম্পদের একটি মানচিত্র তৈরী করে যাতে অন্যেরা এই এলাকার অভয়াশ্রম ও সম্পদসমূহ চিহ্নিত করতে পারে। এছাড়াও তারা ২০০৪ সালে জনকল্যানকর কাজ হিসেবে বন্যা কবলিত মানুষদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের কাজ করে।

টাকিমারি দারাবাশিয়া আরএমওর কিছু সদস্য

২০০২ সাল থেকে আরএমও সদস্যরা মাছের সাথে একত্রিত হয়ে মোট ৫একর এলাকা নিয়ে ৭টি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছে। মাচ্ প্রকল্প আরএমওদের কারিগরি সহযোগিতা দিয়ে থাকে এবং প্রধান প্রধান মাছের আবাসস্থল খনন করার জন্য এবং পুনরুদ্ধারের জন্য তহবিল প্রদান করে থাকে। স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় আরএমও গুলি নতুন অভয়াশ্রম সংরক্ষণের শপথ গ্রহণ করেছে। মমতাজ উদ্দিন বলেন, " আমাদের সম্পদকে পাহারা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে"। সদস্যরা জানে যে, এই পাহারা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিলের প্রয়োজন। আরএমও'র নির্বাহী কমিটি প্রতি মাসে ও সাধারন সদস্যরা ৩ মাসে একবার সভায় বসে। প্রতি সভায় জনপ্রতি ৫ টাকা করে জমা দেয়। এছাড়াও আরএমও ৫টি মাছ ধরার স্থান থেকে বছরে যেখানে তিনবার মাছ পাওয়া যায় সেখান থেকে লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। সংগঠনটি দাবী করে যে, এই ৫টি এলাকা থেকে তারা অন্ততঃ বছরে ৪,০০০ টাকা উপার্জন করে। এ পর্যন্ত তারা "মাচ্ উত্তর" তহবিলের উদ্দেশ্যে ৩৩,৬৭৬ টাকা সঞ্চয় করেছে যা দিয়ে প্রকল্প পরবর্তীকালে সাতটি অভয়াশ্রমের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য সংরক্ষরণের কাজ করা যাবে। এছাড়াও মাচ্ স্থানীয় সরকারের সাথে আয়বিধায়ক তহবিল গঠন করেছে যার সুদ আরএমওরা প্রতিবেশ ব্যবস্থাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবহার করতে পারবে।

যদিও সংগঠনটি স্বনির্ভরতার জন্য তৈরী হচ্ছে, তারপরও তারা বৃহত্তর সমাজের সাথে এবং স্থানীয় সরকারের সাথে সংযোগ স্থাপনের কাজ চালিয়ে যাবে। এটি সম্প্রতি দলের প্রচেষ্টাকে সমর্থন যোগায়। বর্তমানে তাদের প্রচেষ্টা হলো, জাতীয় সহযোগিতা গ্রহণ এবং স্বীকৃতি পাওয়া। ২০০৫ সালের জুলাই মাসে দারাবাশিয়ার আরএমও ও মাচের সংযুক্তি প্রচেষ্টা নিয়ে বিটিভির (বাংলাদেশ টেলিভিশন) সংবাদে বিশেষ প্রতিবেদন দেখানো হয়। সংগঠনের সদস্যদের অভিমত যে, "এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সকলে দেখতে পারছে যে আমরা কি করছি এবং তারা আমাদের কাছ থেকে শিখতে পারছে। আমরা এখানে খুব ভাল কাজ করছি।" মমতাজ উদ্দিনসহ বাকী সদস্যরা নিজেদের সমাজের সম্পদের উৎকর্ষতা বাড়ানোর জন্য তাদের এ কাজ চালিয়ে যেতে চান।

অতিরিক্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন
মাচ্ হেডকোয়ার্টার
বাড়ি নং: ২, রোড নং: ২৩/এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮১৪৫৯৮, ৯৮৮৭৯৪৩
ফ্যাক্স: (৮৮০-২) ৮৮২৬৫৫৬
URL: www.machban.org

DESIGN: www.intentdesign.net